দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.10.79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 4 ...

বেসরকারী শিক্ষকদের যুক্তিসঙ্গত বেতনস্কেল বিবেচনাধীন : শাহ

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন, সরকার দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষকের জন্যে একটি যুক্তিসঙ্গত বেতন স্কেলের কথা বিবেচনা করছেন।

তিনি বলেন, সরকার তাঁদের জন্যে ইতিমধ্যেই একটি চাকুরীবিধি প্রণয়ন করেছেন এবং তা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

বাসস'র খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে নগরীতে কাকলী স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি ১৯৮৫ সাল নাগাদ দেশে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা পুনরুল্লেখ করেন এবং বলেন, শিক্ষার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তিনি বলেন যে, সরকার শিশুদের শিক্ষা ও কল্যাণে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত।

শাহ আজিজ বলেন, সরকার দেশের সকল প্রাথমিক স্কুলে শতকরা ৫০ জন শিক্ষক মহিলাদের মধ্য থেকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এমনকি কলকারখানায়ও মহিলাদের যাতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৮৫ সালে কার্যকর হবে এবং প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৬০ হাজারে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৪৫ হাজার এবং শিক্ষকদের বেতন বাবদ প্রতি স্কুলের জন্যে সরকার ব্যয় করছেন আড়াই হাজার টাকা। তিনি বলেন যে, বেসরকারী শিক্ষকদের কল্যাণ ভাতা বাবদ সরকার বছরে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শাহ

(১ম পৃঃ পর)

করছেন।

শাহ আজিজ বলেন, শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্যে সরকার শিশু পার্ক, ব্যায়ামাগার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে পরিকল্পনা নিচ্ছেন ও বিভিন্ন স্কীম বাস্তবায়ন করছেন। তিনি বলেন, এতিমখানার শিশুরা যাতে নামমাত্র মূল্যে কিংবা বিনামূল্যে শিশু পার্কের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে সে জন্যেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিভার বিকাশের জন্যে সম্ভাব্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

এর আগে, স্কুলের সেক্রেটারী জনাব আমিনুল ইসলাম বেদু ও অধ্যক্ষা মিসেস খালেদা হাবিব তাঁদের বক্তৃতায় স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।